মহাবৈয়াকরণ আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত

বাক্যপদীয়

[ব্রহ্মকাণ্ড]

প্রথম খণ্ড

[কারিকা ১-৯৮]

মূল কারিকা, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীসহ
সম্পাদিত

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রাচীন ভারতে 'শব্দবিদ্যা' (Linguistics)-র আলোচনা বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত। বেদের নানা সূক্তে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে, শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, প্রাতিশাখ্য প্রভৃতি বেদাঙ্গ শাস্ত্রে, এবং বৈদিক ও অবৈদিক বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানে শব্দতত্ত্বের নানা দিক্ লইয়া অতি গম্ভীর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ আলোচনার অজস্র নিদর্শন আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতসম্প্রদায়ের বিস্ময়মিশ্রিত প্রশস্তি অর্জন করিয়াছে। শব্দবিদ্যার এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে ভগবৎপাদ মহাবৈয়াকরণ আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির স্থান সর্বোচ্চ স্তরে। পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ব্যাড়ি, বাজপ্যায়ন প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ অবলম্বন করতঃ আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি তাঁহার এই শব্দশাস্ত্রবিষয়ক অতিগম্ভীর দুরূহ দার্শনিক বিচার-মণ্ডিত 'বাক্যপদীয়'-নিবন্ধ রচনা করেন। ইহা 'আগম-সংগ্রহ' বা 'আগম-সমুচ্চয়' নামেও পরিচিত। ভর্ত্তৃহরি তাঁহার গুরু বসুরাতের নিকট হইতে শব্দ-বিদ্যার গহন রহস্য বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন এবং তাঁহারই প্রেরণায় 'বাক্যপদীয়' রচনায় প্রবৃত্ত হন। 'বাক্যপদীয়' তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত—ব্রহ্মকাণ্ড, বাক্যকাণ্ড এবং প্রকীর্ণকাণ্ড। সেইজন্য ইহা 'ত্রিকাণ্ডী' নামেও পরিচিত। প্রথম 'ব্রহ্ম-কাণ্ড' ব্যাকরণ বা শব্দানুশাসন শাস্ত্রের অতিগম্ভীর দার্শনিক আলোচনায় পরিপূর্ণ। ব্যাকরণ ও দর্শনের বিভিন্ন আগমের সহিত আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতি পংক্তিতে পরিস্ফুট। ভর্ত্তৃহরি ছিলেন 'অদ্বৈতবাদী' দার্শনিক। তাঁহার মতে উপনিষদ আত্মতত্ত্বের ন্যায় 'শব্দতত্ত্ব'-ই একমাত্র সত্য, শব্দই তাঁহার মতে 'ব্রহ্ম', সর্বব্যাপক। শব্দই তাঁহার দৃষ্টিতে 'পরমজ্যোতিঃ'—'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ'। ঔপনিষদ ব্রহ্মের মতই শব্দতত্ত্বও তাঁহার মতে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ-স্বভাব। তবে সেই শব্দতত্ত্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম রূপ আছে। পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—শব্দতত্ত্বের এই ক্রমবিবর্তন আচার্য ভর্ত্তৃহরি তাঁহার এই গ্রন্থে নানা দার্শনিক যুক্তি ও আগমপ্রমাণের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাই ভর্ত্তৃহরির দর্শনে 'ত্রয়ী বাক্'-রূপে খ্যাত। লোকব্যবহারে অর্থপ্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শব্দের

স্থূলরূপ বা বৈখরী বাক্-ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা যোগী, 'বাগ্‌যোগবিৎ', তাঁহারা শব্দের এই স্থূলরূপের অন্তরালে বিরাজমান 'মধ্যমা' এবং পরমসূক্ষ্ম 'পশ্যন্তী বাক্'-তত্ত্বের স্বরূপ আর্ষ দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং ভর্ত্তৃহরির দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে 'শব্দানুশাসন' বা ব্যাকরণ শুধুই শিষ্টসম্মত সাধুশব্দজ্ঞানের উপায়মাত্র নহে, ইহা 'অপবর্গের দ্বারস্বরূপ'-ও বটে। সেই শব্দতত্ত্বকেই ভর্ত্তৃহরি 'স্ফোট' এই পারিভাষিক সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্মকাণ্ডে 'স্ফোট'—এবং ইহার নানা বিভাগ, স্ফোট, ধ্বনি এবং নাদের মধ্যে পার্থক্য, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও সূক্ষ্মা বাক্—ইহাদের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ, ব্যাকরণাগমের প্রয়োজন, শব্দাদ্বৈতবাদিগণের দৃষ্টিতে মোক্ষের স্বরূপ এবং সেই মোক্ষলাভের সহায়ক মার্গবিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি নানা গূঢ় দার্শনিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ভর্ত্তৃহরির আবির্ভাবকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় ৪৫০-৫০০ অব্দের মধ্যে—আধুনিক গবেষকগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। আচার্য্য বসুরাত ছিলেন তাঁহার গুরু, যিনি বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর (আনুমানিক খৃঃ ৪০০ অব্দ) শিষ্য বালাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য মহামতি দিঙ্‌নাগের গ্রন্থেও ভর্ত্তৃহরি-প্রবর্ত্তিত শব্দাদ্বৈতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বসুবন্ধু, বসুরাত, ভর্ত্তৃহরি, দিঙ্‌নাগ—ইহাদের মধ্যে কালব্যবধান খুব বেশী না হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি নানা দার্শনিক প্রস্থানের মূল প্রামাণিক 'আগম'-এর সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত ছিলেন। 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে তাঁহার এই বহুশ্রুততা ও অপূর্ব বৈদগ্ধ্য ও মনীষার অজস্র নিদর্শন জাজ্বল্যমান। 'বাক্যপদীয়' ব্যতীত ভর্ত্তৃহরি-রচিত আরও কয়েকখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়—তন্মধ্যে পাতঞ্জলি মহাভাষ্যের টীকা 'মহাভাষ্য-দীপিকা'-র কিয়দংশ খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং প্রকাশিতও হইয়াছে। ভর্ত্তৃহরিকৃত এই মহাভাষ্যটীকা অবলম্বন করিয়াই কৈয়টাচার্য তাঁহার 'মহাভাষ্য-প্রদীপ' নামক প্রসিদ্ধ টীকা-গ্রন্থ রচনা করেন—ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া 'বাক্যপদীয়ে'র ভর্ত্তৃহরিকৃত স্বোপজ্ঞ ব্যাখ্যাও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। 'শব্দ-ধাতু-সমীক্ষা' নামে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অপর এক গ্রন্থও ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া

থাকে। কিন্তু তাহা বর্তমানে দুর্লভ। পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রেও ভর্ত্তৃহরির অসাধারণ বুৎপত্তির সাক্ষ্য তাঁহার গ্রন্থমধ্যে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া আছে—এবং পূর্বমীমাংসার 'উহ' বিষয়ে তাঁহার রচিত একখানি প্রামাণিক গ্রন্থও যে ছিল, তাহাও কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। 'শৃঙ্গারশতক', 'নীতিশতক' এবং 'বৈরাগ্যশতক'—নামে যে 'ত্রিশতী' বা শতকত্রয় ভর্ত্তৃহরি-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা প্রকৃতপক্ষে মহাবৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরির রচনা কিনা, সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে ঐকমত্য নাই।

'ব্রহ্মকাণ্ডে'র বর্তমান সংস্করণটিতে আমরা ভর্ত্তৃহরির স্বোপজ্ঞ ব্যাখ্যা, হরিবৃষভ-বৃত্তি, প° রঘুনাথ শর্মা বিরচিত 'অম্বাকর্ত্রী ব্যাখ্যা, প° সূর্যনারায়ণ শুক্ল প্রণীত টীকা, বাক্যপদীয়ের প্রখ্যাত সম্পাদক ও গবেষক প্রয়াত Dr. K. A. S. Iyer প্রণীত ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং 'বাক্যপদীয়' সম্বন্ধে রচিত আধুনিক দেশীয় ও বিদেশীয় গবেষকগণের নানা নিবন্ধের সাহায্য লইয়াছি। এতদ্‌ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে অপেক্ষিত স্থলে প্রয়োজন অনুসারে উদ্ধৃতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গতঃ সন্নিবিষ্ট এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'বাক্যপদীয়' ব্যাকরণাগম সম্বন্ধীয় নিবন্ধ হইলেও ইহা সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনায় পূর্ণ। সেই সকল দার্শনিক তত্ত্বের রহস্য যথাযথ ভাবে অনুধাবন করিতে না পারিলে ভর্ত্তৃহরির প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব। আমার সীমিত সামর্থ্য অনুসারে ভর্ত্তৃহরির সিদ্ধান্তের রহস্য উন্মোচন করিবার জন্য প্রয়াস করিয়াছি। যদি এতদ্‌দ্বারা জিজ্ঞাসু পাঠকসমাজের প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের এই বিশিষ্ট মতবাদের প্রতি আগ্রহের উন্মেষ ঘটে, তবে আমার এই পরিশ্রম সার্থক হইবে।

'ব্রহ্মকাণ্ডে'র বর্ত্তমান সংস্করণটি দুইটি খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রথম-খণ্ডটিতে ১-৯৮ পর্যন্ত কারিকা মূল, বঙ্গানুবাদ, বিস্তৃত বিবৃতি এবং টিপ্পনী-সহ প্রকাশিত হইল। 'ব্রহ্মকাণ্ডে'র অবশিষ্ট কারিকাভাগ অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খণ্ডে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

য়ুরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও গবেষণা হইয়া থাকে, সেখানে সর্বত্রই আজ ভর্ত্তৃহরির 'বাক্যপদীয়ে'র পঠন পাঠন সাতিশয় সমাদর সহকারে প্রচলিত। পাশ্চাত্য দেশের

প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিকগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টিও ভর্ত্তৃহরির এই মহান্ গ্রন্থের প্রতি ক্রমশঃ সঞ্চারিত হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজে এই গ্রন্থের অনুশীলন দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির ব্যাকরণ দর্শন সম্বন্ধীয়। এই মহিমান্বিত গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন যাহাতে বিদগ্ধসমাজে প্রসার লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই বাংলাভাষায় ভর্ত্তৃহরির দুরূহ্ গ্রন্থের অনুবাদ এবং বিবৃতি রচনার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'বিধান নিবাস'
৪, বিধান শিশু সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৫৪
২৭শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য